মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৩৯৬

পর্ব-১৪: গোলাম মুক্তিকরণ (كتاب العتق)

পরিচ্ছেদঃ ১. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - অংশীদারী গোলাম মুক্তি করা ও নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করা এবং অসুস্থাবস্থায় গোলাম মুক্তি করা

আরবী

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

বাংলা

৩৩৯৬-[৯] ইবনু ’উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার গোলামকে মুক্ত করে এবং সেই গোলামের যদি অর্থ-সম্পদ থাকে তাহলে মালিক তার ঐ সম্পদের অধিকারী হবে। তবে মালিক যদি ভিন্ন কোনো শর্ত করে। (আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাঊদ ৩৯৬২, ইবনু মাজাহ ২৫২৯, ইরওয়া ১৭৪৯, সহীহ আল জামি‘ ৬০৫৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (فَمَالُ الْعَبْدِ) কাযী ‘ইয়ায বলেনঃ সম্পদকে দাসের দিকে সম্বন্ধযুক্ত ইখতেসাস তথা নির্দিষ্টের সম্বোধনযুক্ত মালিকানা সম্বোধনের ভিত্তিতে না। আর লাম্‌’আতে রয়েছে, মালের সম্বন্ধ দাসের দিকে মালিকানার ভিত্তিতে নয়, বরং আয়ত্ত্বের দৃষ্টিতে। (لَه) তার জন্য সর্বনাম কোনদিকে গেছে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে দাসের দিকে, তবে অধিকাংশের মত হলো দাসকে মুক্তকারী।

(إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ) তথা দাসের জন্য। আর ইবনু মাজার শব্দ (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّد مَاله فَيَكُون لَه) তবে যদি মুক্তি দানকারী প্রভু সে মাল গোলাম পাবে বলে শর্ত জুড়ে দেয় তাহলে তা তার জন্য। সিনদী (রহঃ) বলেনঃ (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّد) তথা গোলামের জন্য তা হবে মুক্তিদানকারী প্রভুর পক্ষ হতে অনুদান।

ইমাম মালিক ও দাঊদ এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ দাসের মালিকানা অর্জিত হয় মুনীবের মালিকানা অর্পণের

মাধ্যমে- এ মতে শাফি‘ঈ-এর পুরাতন মত।

অধিকাংশের মতে মুনীবের মালিকানা অর্পণের মাধ্যমে দাসের মালিকানা অর্জিত হয় না- শাফি‘ঈ-এর নতুন মত। এটাই সহীহ, যেমন হাদীসে এসেছে, (مَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَه مَال فَمَاله لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاع) যে দাস ক্রয় করে আর যদি তার মাল থাকে সে মাল বিক্রেতার তথা মুনীবের তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে।

খত্ত্বাবী বলেনঃ হামদান বিন সাহল ইবরাহীম নাখ‘ঈ হতে বর্ণনা করেন, যে মুনীব দাসমুক্ত করবে সম্পদ দাসেরই- এ হাদীস প্রমাণিত, তবে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে দু’ ভাবে। প্রথমতঃ (فَمَال الْعَبْد لَه) সর্বনামটি কোনদিকে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে মুক্তিদানকারীর দিকে আর তার শর্তটি দাসের জন্য অনুদান স্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ ‘উলামাদের ঐকমত্য হলো (لَا يَرِثُهُ وَلَا يَمْلِكه) দাসকে উত্তরাধিকারী বানানো যাবে না এবং মালিকানাও করা যাবে না। (‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খন্ড, হাঃ ৩৯৫৭)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68723

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন